০২-০৬-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - ২১ জন্মের সম্পূর্ণ প্রালব্ধ নেওয়ার জন্য বাবার কাছে সম্পূর্ণ বলিহারি যাও,অর্ধেক নয়, বলিহারি যাওয়া অর্থাৎ বাবার হয়ে যাওয়া ।"

প্রশ্ন :- কোন্ গুপ্ত কথা বোঝার জন্য বেহদের বুদ্ধির প্রয়োজন ?

উত্তর :- এ হলো বেহেদের বানানো নাটক । যা অতীতে হয়ে গেছে তাও নাটক । এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, তারপর আবার নতুনভাবে পার্ট শুরু হবে.....এই গুপ্ত কথা বোঝার জন্য বেহেদর বুদ্ধির প্রয়োজন । বেহদের রচনার জ্ঞান বেহদের বাবাই দিয়ে থাকেন ।

প্রশ্ন :- মানুষ কোন্ বিষয়ে অবসাদে কান্নাকাটি করে আর তোমরা বাচ্চারা কোন্ বিষয়ে খুশী থাকো ?

উত্তর :- অজ্ঞানী মানুষ অল্প রোগেই কান্নাকাটি করে, তোমরা বাচ্চারা খুশী হও কারণ তোমরা জানো যে তোমাদের পুরোনো হিসেব - নিকেশ শোধ হচ্ছে।

গীত :- তোমরা রাত ঘুমিয়ে কাটালে .....

ওম্ শান্তি । বাস্তবে ওম্ শান্তি বলারও প্রয়োজন নেই । কিন্তু কিছু কিছু বাচ্চাকে বোঝাতেও হয় আবার বাবার পরিচয়ও দিতে হয় । আজকাল এমন অনেকে আছে যারা ওম্ শান্তি - ওম্ শান্তি জপ করতে থাকে । অর্থতো বোঝেই না । ওম্ শান্তি, আমি আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত । এ তো ঠিক কিন্তু আবার ওম্ শিবহম, এও বলে দেয়, এ তো ভুল হয়ে গেল । বাস্তবে এই গানেরও প্রয়োজন নেই । দুনিয়াতে এখন শ্রুতি মধুরতার অনেক কিছু আছে । এই শ্রুতি মধুরতায় কোনো লাভ নেই । মনরস তো এখনো আসে একটি কথায় । বাবা বাচ্চাদের সামনে বসেই বোঝান, তিনি বলেন তোমরা ভক্তি তো অনেক করেছো, এখন ভক্তির রাত পূর্ণ হয়ে প্রভাত হচ্ছে। প্রভাতের অনেক মহত্ব । এই প্রভাতের সময়ই বাবাকে স্মরণ করতে হয় । প্রভাতের সময় মানুষ ভক্তিও অনেক করে । মালাও জপ করে । ভক্তিমার্গের এই নিয়ম চলে আসছে । বাবা বলেন, বাচ্চারা এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে এরপর এই চক্র আবার রিপিট হবে । ওখানে তো ভক্তির দরকার হয় না । নিজেরাই বলে ভক্তির পরেই ভগবানকে পাওয়া যায় । তারা ভগবানকে তারা স্মরণ করে কেননা তারা দুঃখী । যখন বিপদ আসে বা রোগে পড়ে তখনই ভগবানকে স্মরণ করে, ভক্তরাই ভগবানকে স্মরণ করে । সত্যযুগ আর ত্রেতায় ভক্তি থাকে না । না হলে সমস্ত ভক্তিই গভীর ভক্তিতে পরিণত হবে । ভক্তি আর জ্ঞানের পরেই আসে বৈরাগ্য । ভক্তির পরে আসে দিন । নতুন দুনিয়াকে দিন বলা হয় । ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই অক্ষর ঠিক । কিসের বৈরাগ্য ? পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো সম্বন্ধ ইত্যাদির থেকে বৈরাগ্য । মানুষ চায় আমরা মুক্তিধামে বাবার কাছে যাবো । ভক্তির পরে অবশ্যই আমরা ভগবানকে পাবো । ভক্তরাই ভগবান বাবাকে পায় । ভগবানেরই কাজ ভক্তদের সদ্গতি দেওয়া । আর কিছুই করতে হবে না, কেবল বাবাকে চিনতে হবে । বাবাই হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টি ঝাড়ের বীজ, একে উল্টো ঝাড় বলা হয় । বীজ থেকে কিভাবে ঝাড় বেরোয়, তা খুবই সহজ । এখন তোমরা জানো, এই বেদ শাস্ত্র, গ্রন্থ আদি পড়া, জপ -

তপ করা এ সবই হলো ভক্তিমার্গের । এ ভগবানকে পাওয়ার সত্যিকারের মার্গ নয় । সত্যিকারের মার্গ তো ভগবানই বলেন -- মুক্তি - জীবনমুক্তির । তোমরা জানো যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে আসছে, যা অতীতে হয়ে গেছে সে সবই নাটক । এইকথা বোঝার জন্য অনেক বড় বেহদের বুদ্ধির প্রয়োজন । বেহদের মালিকই সমস্ত সৃষ্টির আদি, মধ্য আর অন্তের বেহদের জ্ঞান দিয়ে থাকেন । তাঁকেই বলা হয় জ্ঞানেশ্বর, রচয়িতা । জ্ঞানেশ্বর অর্থাৎ রুহানী আধ্যাত্মিক জ্ঞান । ঈশ্বরীয় পিতার জ্ঞান । তোমরাও এখন এই ঈশ্বর পিতার ছাত্র হয়েছো । বরাবর ভগবান উবাচঃ হলো - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই তাই ভগবান তো অবশ্যই শিক্ষকই হলেন । তোমরা যেমন তাঁর ছাত্র আবার সন্তানও । বাচ্চারা তাদের দাদুর থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পেয়ে থাকে । এ তো খুবই সহজ কথা । বাচ্চা যদি যোগ্য না হয় তাহলে বাবা তাদের বের করে দেন, যারা এই কাজে বাবার সাহায্যকারী হয় তারাই এই সম্পত্তির ভাগ পেয়ে থাকে । তাই বাচ্চারা তোমাদের দাদুর সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে । তিনি হলেন নিরাকার । বাচ্চারা জানে যে আমরা আমাদের দাদুর থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিচ্ছি । তিনিই স্বর্গের স্থাপনা করেন । তিনি হলেন সর্বজ্ঞানী । ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শংকরকে পতিত - পাবন বলা হয় না । তাঁরা তো হলেন দেবতা । তাঁদের সদ্গতিদাতা বলা হয় না । তিনি হলেন এক । সবাই স্মরণও ওই একজনকেই করে থাকে । বাবাকে না জানার কারণেই সকলের মধ্যেই পরমাত্মা আছে এই কথা বলে দেয় । আবার কারোর যদি সাক্ষাত্কার হয়েও যায়, সে ভাবে হনুমান দর্শন করিয়েছে । ভগবান তো হলেন সর্বব্যপী । কোনো বিষয়ে ভাবনা রাখলে সাক্ষাত্কার হয়েই যায় । এ হলো ঈশ্বরীয় পড়ার কথা । বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের এসে পড়াই । তোমরা দেখোও আমি কিভাবে পড়াই, যেমন অন্যান্য শিক্ষকরা খুব সাধারণভাবে পড়ায় । ব্যারিস্টার হলে তিনি তার মতো ব্যরিস্টারই বানাবেন । এ তো তোমরাই জানো যে এই ভারতকে কে স্বর্গ বানিয়েছে । আর এই ভারতে থাকা সূর্যবংশী দেবী - দেবতারা কোথা থেকে এসেছে । মানুষ এইকথা কিছুই জানে না । এখন হলো সঙ্গম যুগ । তোমরা আছো সঙ্গম যুগে দ্বিতীয় অন্য কেউই এই সঙ্গম যুগে নেই । এই সঙ্গমের মেলা দেখো কেমন । বাচ্চারা সবাই বাবার সাথে মিলিত হতে এসেছে । এই মেলা হলো কল্যাণকারী । বাকি যেসব কুম্ভ মেলা হয় তার থেকে কোনো প্রাপ্তিই নেই । সত্যিকারের কুম্ভমেলা এই সঙ্গমকেই বলা হয় । এই গায়ন গাওয়া হয় যে আত্মা পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল, তারপর এই সুন্দর মেলার আয়োজন করা হয়েছে । এই সময় কতো সুন্দর । এই সঙ্গমের সময় কতো কল্যাণকারী কেননা এই সময়ই সকল মানুষের কল্যাণ হয় । বাবা এসেই সকলকে পড়ান, তিনি হলেন নিরাকার, তারার মতো । লিঙ্গ রূপ দেখানো হয়েছে মানুষকে বোঝানোর জন্য । বিন্দু রূপ দেখানো হলে কেউই কিছু বুঝতে পারতো না । তোমরা বোঝাতে পারো যে আত্মা হলো একটি তারার মতো । বাবাও তেমনই একটি তারা । যেমন আত্মা ঠিক তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা । কোনো তফাতই নেই । তোমাদের আত্মারা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে আসে । কারোর বুদ্ধিতে অল্প জ্ঞান আছে কারোর আবার বেশী । এখন তোমরা আত্মারা বুঝতে পারো যে তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম ভোগ করো । প্রত্যেককেই তাদের কর্মের হিসেব - নিকেশ ভোগ করতে হবে । কেউ যদি রোগগ্রস্থ হয়, তাহলে তার হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হয় । এমন নয় যে ঈশ্বরীয় সন্তানদের এমন ভোগ কেন করতে হবে । বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, এ হলো জন্ম - জন্মান্তরের পাপ । যদিও কুমারী হয়, কুমারীর কি পাপ হবে ? আসলে এ তো অনেক জন্মের হিসেব - নিকেশ শোধ হতে হবে, তাই না ? বাবা বোঝান যে, এই জন্মের কৃত পাপও তোমরা শোনাবে, নাহলে অন্দরে তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বলে দিলে তা আর বৃদ্ধি হবে না । সবথেকে এক নম্বর পবিত্র ভারত ছিল, এখন সেই ভারত সবথেকে পতিত । তাই ভারতীয়দের পরিশ্রম অনেক বেশী করতে হয় । যারা বেশী সার্ভিস করে, তারা বুঝতে পারে যে

আমরা উঁচু নম্বরে যাবো । কিছু হিসেব – নিকেশ থাকলে তো ভোগ করতেই হবে । এই ভোগও খুশীর সঙ্গে ভোগ করতে হয় । আমরাই একসময় পবিত্র ছিলাম আবার আমরাই এখন সবথেকে পতিত হয়ে গেছি । অভিনয় করার জন্য আমাদের এই শরীর মিলেছে । এখন আমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে আমরা সবথেকে বেশী পতিত হয়েছি । তাই অনেক পরিশ্রম করতে হয় । এমন আশ্চর্য হয়ো না যে অমুকের এই রোগ কেন ? আরে দেখো, কৃষ্ণের নামেও এই গায়ন আছে যে কালো এবং গোরা । যারা ছবি বানায়, তারা তো বোঝেই না । তারা তো রাধাকে গোরা আর কৃষ্ণকে কালো দেখিয়ে দিয়েছে । তারা ভাবে যে রাধা কুমারী তাই তাঁর মান রাখে । তারা ভাবে যে, সে কি করে কালো হবে । এই কথা তোমরা বুঝতে পারো । যারা দেবতা কুলের ছিলো, তারা এখন নিজেদের হিন্দু মনে করে ।

তোমরা শ্রীমতে চলে নিজের কুলকে উদ্ধার করো । সমস্ত কুলকে পবিত্র করতে হবে, উদ্ধার করে ওপরে আনতে হবে । তোমরা তো উদ্ধারকারী সেনা, তাই না ? বাবাই এই দুর্গতি থেকে তোমাদের মুক্ত করে সদ্গতি করান, গায়ন আছে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, নির্দেশক এবং মুখ্য অভিনেতা । তিনি অভিনেতা কেমন, পতিত – পাবন বাবা এসেই এই পতিত দুনিয়ায় সকলকেই পবিত্র করেন, তাহলে তো তিনিই মুখ্য হলেন, তাই না ?ব্রহ্মা , বিষ্ণু বা শংকরকে কেউ সর্বময় কর্তা বলবেই না । এখন তোমরা অনুভবের দ্বারা বলে থাকো – বাবা, যাকে আমরা সর্বময় কর্তা বলে থাকি তিনিই এই সময় তাঁর অভিনয় করেন । তিনি এই সঙ্গম যুগেই অভিনয় করে থাকেন । তাঁকে কেউই জানে না । মানুষ ১৪ কলা থেকে ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকে । আস্তে আস্তে কলা কম হতে থাকে । প্রতি জন্মেই কিছু না কিছু কলা কম হয় । সত্যযুগে ৮ জন্ম নিতে হয় । নাটকের নিয়ম অনুসারে এক এক জন্মে কিছু না কিছু কলা কম হতে থাকে । এখন আবার ওপরে ওঠার সময় । যখন সম্পূর্ণ ওপরে উঠবে, তখন আবার ধীরে ধীরে নিচে নামা শুরু হবে । বাচ্চারা জানে, এখন এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । রাজধানীতে তো সমস্ত প্রকারই চাই । যারা খুব ভালোভাবে বাবার শ্রীমতে চলে, তারা উঁচু পদ পায়, কিন্তু তারজন্য বাবার মত তো নিতে হবে । বাবাকে নিজের সম্পূর্ণ পোতামেল দিতে হবে, তখনই তো বাবা রায় দেবে । এমন নয় যে বাবা সবকিছুই জানে । তিনি তো এই সম্পূর্ণ দুনিয়ার আদি – মধ্য এবং অন্তের পরিচয় জানেন । এক এক জনের মনে বসে তিনি তো মনের খবর রাখতে পারেন না, তিনি হলেন জ্ঞানী । বাবা বলেন, আমি আদি – মধ্য এবং অন্তকে জানি, তাই তো বলতে পারি তোমরা এমনভাবে নামতে থাকো । আবার এমনভাবে ওপরে ওঠো । এই পার্ট হলো ভারতেরই । ভক্তি তো সবাই করে । যারা সবার থেকে বেশী ভক্তি করে তাদেরই প্রথমে সদ্গতি পাওয়া উচিত । তারা পূজ্য ছিলো, তারপর ৮৪ জন্মও তারাই নিয়েছিলো । তারাই ক্রমানুযায়ী ভক্তি করেছে । যদিও এই সময় জন্ম হয়েছে, তবুও আগের জন্মের পাপ তো জমা রয়েছে । সেই পাপ বাবার স্মরণের শক্তিতেই কেটে যায় । এই স্মরণই খুব শক্ত । তোমাদের জন্য বাবা বলে থাকেন, তোমরা যদি স্মরণে বসো, তাহলেই নিরোগী হতে পারবে । বাবার থেকে সুখ, শান্তি আর পবিত্রতার বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় । একমাত্র স্মরণের দ্বারাই নিরোগী শরীর আর দীর্ঘায়ু পাওয়া যায় । আর এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা ত্রিকালদর্শীও হতে পারো । এই ত্রিকালদর্শীর অর্থও কেউ জানে না । ঋদ্ধি, সিদ্ধি দেওয়ার লোক অনেকেই আছে । এখানে বসেও লন্ডনের পার্লামেন্ট ইত্যাদি দেখতে থাকবে । কিন্তু এই ঋদ্ধি, সিদ্ধি পেয়েও কোনো লাভ হয় না । দর্শনও অনেক সময় দিব্যদৃষ্টির দ্বারা হয় কিন্তু এই চর্মচক্ষু দিয়ে নয় । এই সময় সবাই কালো হয়ে গেছে । তোমরা বলিহারি যাও অর্থাৎ বাবার হয়ে যাও । ব্রহ্মা বাবাও নিজেকে সমর্পণ করেছেন, যারা অর্ধেক সমর্পণ করে তাদের প্রাপ্তিও অর্ধেকই হয়

। ব্রহ্মা বাবাও তো সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছেন । যা কিছু ছিলো সবই তিনি দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন । যারা সবকিছুর বলি দেয়, তাদের ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্তি হয়, এতে জীবাঘাতের কোনো কথাই নেই । জীবঘাতীকে মহাপাপী বলা হয় । আত্মা নিজের শরীরকে আঘাত করবে, এ তো ভালো কথা নয় । মানুষ নিজেকে হত্যা করে বা অন্যকে, তাই জীবঘাতী বলা হয়, মহাপাপীও বলা হয় ।

বাবা তাঁর মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । তোমরা জানো, প্রতি কল্পে কল্পে, কল্পের এই সঙ্গম যুগেই এই কুম্ভের মেলায় তিনি আসেন । ইনিই সেই মাতা – পিতা । বাচ্চারা বলে, বাবা তুমিই আমাদের সবকিছু । বাবাও বলেন, হে বাচ্চারা , তোমরা আত্মারাও আমার । তোমরা বাচ্চারা জানো, শিব বাবা এসেছেন ঠিক আগের কল্পের মতো । যারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে, তাদেরই তিনি সাজাচ্ছেন । তোমাদের আত্মা জানে যে, বাবা সর্বজ্ঞানী এবং পতিত – পাবন । তিনিই এখন আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান দেন । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, এতে শাস্ত্রের কোনো কথাই নেই । এখানে তো দেহের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । এক বাবার যখন হয়েছো, তখন অন্য সবকিছু ভুলে যেতে হবে । অন্য সকলের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ছেড়ে এক বাবার সঙ্গেই রাখতে হবে । এই গায়নও আছে যে, আমরা তোমার সঙ্গেই জুড়বো । বাবা আমরা সম্পূর্ণ বলিহারি যাবো । বাবাও বলেন, আমিও তোমাদের ওপর বলিহারি যাই । মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের সারা বিশ্বের রাজত্বের মালিক বানাই, কিন্তু আমি তো নিষ্কামী । যদিও বা মানুষ বলে আমি নিষ্কাম সেবা করি, কিন্তু ফল তো প্রাপ্ত হয়ই । বাবাই নিষ্কাম সেবা করে, এই কথা তোমরা জানো । আত্মা যে বলে আমি নিষ্কাম সেবা করি, এ কোথা থেকে শিখেছে । তোমরা জানো যে নিষ্কাম সেবা একমাত্র বাবাই করেন । তিনি কল্পের সঙ্গম যুগেই আসেন । এখনো তিনি তোমাদের সামনেই বসে আছেন । বাবা নিজেই বলেন, আমি হলাম নিরাকার । আমি তোমাদের এই বর্সা বা সম্পত্তি কিভাবে দেবো ? এই সৃষ্টির আদি – মধ্য আর অন্তের জ্ঞান কিভাবে শোনাবো ? এতে প্রেরণার কোনো কথাই নেই । তোমরা শিব – জয়ন্তী পালন করো, তাই আমি তো অবশ্যই আসি । আমি এই ভারতেই আসি । ভারতেরই মহিমা শোনাই । ভারত তো সম্পূর্ণ মহান পবিত্র ছিলো, এখন আবার নতুন করে তা হচ্ছে। বাবার তাঁর বাচ্চাদের প্রতি কতো প্রেম । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

1) শ্রীমতে চলে নিজের কুলকে উদ্ধার করতে হবে । সমস্ত কুলকে পবিত্র বানাতে হবে । বাবাকে নিজের সত্যিকারের পোতামেল দিতে হবে ।

2) স্মরণের বলে নিজের কায়াকে নিরোগী বানাতে হবে । বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে । বুদ্ধির যোগ অন্যের থেকে ছেড়ে এক বাবার সাথেই জুড়তে হবে ।

বরদান :- সদা উৎসাহ উদ্দীপনার পাখায় উড়তে থেকে মজবুত আর ক্লান্তিহীন হও ।

তোমরা আত্মারা হলে অনেক আত্মাদের ওড়ানোর নিমিত্ত, তাই তোমাদের উৎসাহ, উদ্দীপনার এই পাখা যেন মজবুত হয় । সদা এই স্মৃতিতে থাকো যে, আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম বিশ্ব কল্যাণের দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত, তাহলেই আলস্য আর ছেলেমানুষী স্বত সমাপ্ত হয়ে যাবে । কখনই পরিশ্রান্ত হবে না, যার উৎসাহ, উদ্দীপনা থাকে সে ক্লান্তিহীন হয় । সে তার চাল চলনে অন্যের উৎসাহ, উদ্দীপনা বাড়াতে থাকে ।

স্লোগান :- বাবার সঙ্গের রং লাগলে সমস্ত খারাপ স্বভাব সহজেই পরিবর্তন হয়ে যাবে ।